গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা

বিষয়: রেলপথ মন্ত্রণালয়ের মার্চ ২০১৯-এর মাসিক অভ্যন্তরীণ সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন
সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়
তারিখ : ২৫ মার্চ ২০১৯
সময় : দুপুর ১২: ৩০ টা
স্থান : মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ (৯ম তলা), রেলভবন, ঢাকা।

উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকাঃ পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য।

০২। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর সভাপতি সভার আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য উপসচিব (প্রশাসন-২)-কে অনুরোধ করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (প্রশাসন-২) সভাকে অবহিত করেন যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ে কয়েকজন নতুন কর্মকর্তা যোগদান করেছেন। সভাপতি নব-যোগদানকৃত কর্মকর্তাদেরকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। অতঃপর নব-যোগদানকৃত কর্মকর্তারা সভাপতিসহ উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান এবং তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের জন্য সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন। এ পর্যায়ে সভাপতির নির্দেশক্রমে উপসচিব (প্রশাসন-২) গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক অভ্যন্তরীণ সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন করেন এবং কোন আপত্তি/সংশোধনী না থাকায় উক্ত কার্যবিবরণীটি অনুমোদন করা হয়। অতঃপর গত সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয়।

০৩। সভায় বিস্তারিত বিষয়াদি ইংরেজিতে আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহিত হয়ঃ

ক্র:নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৩.১	মন্ত্রণালয়ের জনবল নিয়োগ	সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (প্রশাসন-১) সভায় জানান যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিকের-৪টি, ক্যাশ সরকারের-১টি ও অফিস সহায়কের-৪টি পদ সরাসরি পূরণের নিমিত্ত ''বিভাগীয় নির্বাচন কমিটি'' কে বিধি-মোতাবেক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, "সরকারি প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার পার্সোনেল নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯" গেজেট প্রকাশিত হওয়ায় মন্ত্রণালয়ের কম্পিউটার অপারেটর ও ডাটা এন্ট্রি অপারেটর পদে নিয়োগের কার্যক্রম শুরু জন্য নথি উপস্থাপন করা হয়েছে। অনুমোদন পাওয়ার পর সকল পদে নিয়োগের লক্ষ্যে 'বিভাগীয় নির্বাচন কমিটি'-র সভা আহ্বান করা হবে। সভাপতি বলেন যে, সরাসরি নিয়োগযোগ্য পদ পূরণের নিমিত্ত দ্রুততার সাথে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বিভাগীয় নির্বাচন কমিটি'র সভা অতিদ্রুত আয়োজন করে অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিকের ৪টি, ক্যাশ সরকারের ১টি ও অফিস সহায়কের ৪টি পদ এবং কম্পিউটার অপারেটর ও ডাটা এন্ট্রি অপারেটর পদে সরাসরি পূরণের নিমিত্ত দ্রুততার সাথে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩.২	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	উপসচিব (প্রশাসন-২) সভায় জানান যে, APA ও NIS-এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত জনপ্রতি ৫১.৩২ কর্মঘন্টা প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, গত ২০-২১ মার্চ, ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ রেলওয়ে পশ্চিমাঞ্চলে ০২(দুই) দিনের ইনোভেশন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া, মার্চ/২০১৯ মাসে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ২য় ও ৩য় শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে দু'দিনব্যাপী 'সচিবালয় নির্দেশমালা ও আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা'র ওপর প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে। আগামী ৩১ মার্চ-০১ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ রেলওয়ে পূর্বাঞ্চলে ০২(দুই) দিনের প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হবে। সভাপতি বলেন যে, APA ও NIS-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণসূচি অনুসারে প্রশিক্ষণ আয়োজন অব্যাহত রাখতে হবে। তিনি আরও বলেন যে, রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে 'রেলওয়ের	(১) APA ও NIS-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রশিক্ষণসূচি'র আলোকে নিয়মিত প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে। (২) রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে 'রেলওয়ের ইতিহাস ও নেটওয়ার্ক' বিষয়ে অর্ধ-দিবসব্যাপী একটি কর্মশালার আয়োজন করতে হবে।	যুগ্মসচিব(প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

<table>
<tr><th>ক্র:নং</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>ইতিহাস ও নেটওয়ার্ক' বিষয়ে অর্ধ-দিবসব্যাপী একটি কর্মশালার আয়োজন করতে হবে।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>৩.৩</td><td>বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন</td><td>অতিরিক্ত সচিব (বাজেট ও পরিবীক্ষণ) সভায় জানান যে, এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত উচ্চ ও মধ্যম ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত কার্যক্রম/সূচক সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা/দপ্তরের সাথে ছোট ছোট গ্রুপ করে নিয়মিত সভা করা হচ্ছে। এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত কার্যক্রম/সূচক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অর্জনের জন্য সংশ্লিষ্টদেরকে কিছু সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা গ্রহণের পরামর্শ দেয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, এপিএ'র আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দ্যেশের আওতায় গৃহিত কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ত্বরান্বিত করার জন্যও সভা আয়োজন করা হচ্ছে। আগামী ৪ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে এ সম্পর্কিত একটি সভার আয়োজন করা হবে। সভাপতি এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি অনুরোধ জানান।</td><td>(১) এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত উচ্চ ও মধ্যম ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত কার্যক্রম/সূচক নিয়ে সংশ্লিষ্টদের সাথে আলাদা সভা আয়োজন অব্যাহত রাখতে হবে;
(২) এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য নির্ধারিত কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।</td><td>১। অতিরিক্তি সচিব (বাজেট ও পরিবীক্ষণ), রেলপথ মন্ত্রণালয়

২। অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব (সংশ্লিষ্ট সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়।</td></tr>
<tr><td>৩.৪</td><td>জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন</td><td>উপসচিব (প্রশাসন-২) সভায় জানান যে, NIS-এর কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো অনুযায়ী সংশ্লিষ্টদের নিয়ে ৪র্থ 'অংশীজন সভা' আয়োজনের জন্য অদ্য দিন ধার্য রয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, গত ৩টি সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ করা হয়েছে। এছাড়া, নৈতিকতা কমিটির ৩য় সভার তারিখ নির্ধারণের জন্য নথি উপস্থাপন করা হয়েছে। সভাপতি বলেন, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দাখিলকৃত NIS কর্ম-পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য কোয়ার্টারভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা পুরণ নিশ্চিত করতে হবে এবং এ বিষয়ে সর্বশেষ বাস্তবায়ন আগ্রগতি মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। এছাড়া, সভাপতি নৈতিকতা কমিটির পরবর্তী সভায় (৩য় সভা) মন্ত্রণালয়ে নব-যোগদানকৃত সকল কর্মকর্তাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য নির্দেশনা দেন।</td><td>(১) NIS-এর কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতি কোয়ার্টারের কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে; এবং
(২) NIS-এর কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে প্রতিমাসের অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভায় প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে হবে।
(৩) নৈতিকতা কমিটির পরবর্তী সভায় (৩য় সভা) মন্ত্রণালয়ে নবযোগদানকৃত সকল কর্মকর্তাকে আমন্ত্রণ জানাতে হবে।</td><td>১। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

২। উপসচিব (প্রশাসন-২), রেলপথ মন্ত্রণালয়।</td></tr>
<tr><td>৩.৫</td><td>বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি</td><td>সহকারী সচিব (প্রশাসন-৩) সভায় জানান যে, ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা মোট ৪৭টি; তন্মধ্যে, ফেব্রুয়ারি ২০১৯ মাসে নিষ্পত্তি হয়েছে ১টি এবং ৬ মাসের উর্ধ্বে রয়েছে ৪৬টি মামলা। সভাপতি মামলা পর্যালোচনা সভা আয়োজন অব্যাহত রেখে অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির নির্দেশনা প্রদান করেন।</td><td>অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পর্যালোচনা সভা আয়োজন অব্যাহত রাখতে হবে এবং অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।</td><td>অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।</td></tr>
<tr><td>৩.৬</td><td>অডিট আপত্তি</td><td>অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি), রেলপথ মন্ত্রণালয় সভায় ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি, দাবী ও নিষ্পত্তির নিম্নোক্ত বিবরণ উপস্থাপন করেনঃ
<table>
<tr><th>ধরণ</th><th>ফেব্রুয়ারি/ ২০১৯ মাস পর্যন্ত জের</th><th>ফেব্রুয়ারি/ ২০১৯ মাসে প্রাপ্ত আপত্তি</th><th>মোট আপত্তি</th><th>ফেব্রুয়ারি/ ২০১৯ মাসে অডিট নিষ্পত্তি</th><th>ফেব্রুয়ারি/১৯ মাস পর্যন্ত মোট অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি</th></tr>
<tr><td>সাধারণ</td><td>১২,৬৫৪</td><td>-</td><td>১২,৬৫৪</td><td>-</td><td>১২,৬৫৪</td></tr>
<tr><td>অগ্রিম</td><td>১২১২</td><td>-</td><td>১২১২</td><td>-</td><td>১২১২</td></tr>
<tr><td>খসড়া</td><td>৫৯৮</td><td>-</td><td>৫৯৮</td><td>৩</td><td>৫৯৫</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>১৪৪৬৪</td><td>-</td><td>১৪৪৬৪</td><td>৩</td><td>১৪৪৬১</td></tr>
</table></td><td>(১) দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা নিয়মিত আয়োজনের মাধ্যমে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
(২) পূর্বাঞ্চলের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিগুলো দ্রুত reconcile করে প্রকৃত ও হালনাগাদ প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে;</td><td>(১) অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি) রেলপথ মন্ত্রণালয়।

(২) মহাপরিচালক (পূর্ব/পশ্চিম) বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ক্র.নং</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>তিনি বলেন যে, ফেব্রুয়ারি ২০১৯-এ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে হতে প্রাপ্ত ২২টি অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাবের ওপর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পিএ কমিটি'র বিভিন্ন বৈঠকে আলোচিত ও গৃহিত সিদ্ধান্তের মধ্যে অনিষ্পন্ন ৫৮টি অডিট আপত্তির মধ্যে ৩৫টি আপত্তির জবাব মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট পেন্ডিং রয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে একটি ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া, তিনি গত ২১-২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে সৈয়দপুর ওয়ার্কশপ, পার্বতীপুর এবং সৈয়দপুর রেলওয়ে স্টেশন পরিদর্শন করেছেন। সভাপতি পেন্ডিং অডিট আপত্তিগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আহবান জানান।</td><td>(৩) পিএ কমিটি'তে আলোচনাযোগ্য অডিট আপত্তিগুলোর জবাব অতি অল্প সময়ের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে; এবং
(৪) বাংলাদেশ রেলওয়ের যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিতে অবহেলা করবে তাদেরকে চিহ্নিত করে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</td><td></td></tr>
<tr><td>৩.৭</td><td>ই-ফাইলিং, ভিডিও-কনফারেন্স, ওয়েবসাইট ও উদ্ভাবনী উদ্যোগ সংক্রান্ত</td><td>সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট বলেন যে, জানুয়ারি ২০১৮ এর তুলনায় ফেব্রুয়ারি ২০১৯-এ ই-ফাইলের কার্যক্রমে নথির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে ডাকের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে, যা নিম্নোক্ত ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়ঃ
<table>
<tr><th>ক্রঃ নং</th><th>বিষয়</th><th>জানুয়ারি ২০১৯</th><th>ফেব্রুয়ারি ২০১৯</th><th>বৃদ্ধি</th><th>হ্রাস</th></tr>
<tr><td>০১।</td><td>নথি</td><td>৩৭.৩৫%</td><td>৩৭.৫৬%</td><td>=০.২১%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>০২।</td><td>ডাক</td><td>৩০.৭৭%</td><td>২৫.২৬%</td><td></td><td>=৫.৫১%</td></tr>
</table>
তিনি আরও জানান যে, মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মধ্যে ই-নথি কার্যক্রম বাস্তবায়নে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অবস্থান ফেব্রুয়ারি ২০১৯-এ ২২তম, যা জানুয়ারি ২০১৯-এ ছিল ২৬তম। এছাড়া, মন্ত্রণালয়ের দৈনন্দিন কার্যক্রমের যাবতীয় তথ্য/ছবি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে নিয়মিত আপলোড ও ওয়েবসাইটটি হালনাগাদ করা হচ্ছে মর্মে তিনি উল্লেখ করেন।

সভাপতি বলেন যে, এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকল অনুবিভাগে ই-ফাইলিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে এবং মন্ত্রণালয়ের দৈনন্দিন কার্যক্রমের যাবতীয় তথ্য/ছবি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে নিয়মিত আপলোড করতে হবে। তিনি ই-ফাইলিং বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার জন্য সংশ্লিষ্টদের নিয়ে পর্যালোচনা সভা করার জন্য অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)-কে নির্দেশনা দেন। এছাড়া, ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সভা করার ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন যে, মাসিক সমন্বয় সভা এবং উন্নয়ন/উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত সভা ব্যতিত অন্যান্য সকল সভা ভিডিও কনফারেন্স-এর মাধ্যমে আয়োজন করতে হবে। বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের মহাব্যবস্থাপকসহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে নিয়মিত ভিডিও কনফারেন্স করতে হবে।</td><td>(১) এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কমপক্ষে শতকরা ৫০ ভাগ নথি ই-ফাইলিং-এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি এবং শতকরা ৪০ ভাগ পত্র ই-নথিতে জারির ব্যবস্থা করতে হবে;
(২) ই-ফাইলিং বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার জন্য সংশ্লিষ্টদের নিয়ে পর্যালোচনা সভা করতে হবে;
(৩) মন্ত্রণালয়ের দৈনন্দিন কার্যক্রমের যাবতীয় তথ্য/ ছবি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে নিয়মিত আপলোডকরত: ওয়েবসাইটটি হালনাগাদ রাখতে হবে;
(৪) মাসিক সমন্বয় সভা এবং উন্নয়ন/উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত সভা ব্যতিত অন্যান্য সকল সভা ভিডিও কনফারেন্স-এর মাধ্যমে আয়োজন করতে হবে; এবং
(৫) বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের মহাব্যবস্থাপকসহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে নিয়মিত ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সভা আয়োজন করতে হবে।</td><td>১। অতিরিক্ত সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়;

২। অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি) রেলপথ মন্ত্রণালয়;

৩। অতিরিক্ত সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়।</td></tr>
</table>

ক্র:নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৩.৮	পরিদর্শন	উপসচিব (প্রশাসন-২) সভায় জানান যে, ফেব্রুয়ারি ২০১৯-এ প্রশাসন-১-২ শাখা পরিদর্শন করা হয়েছে। তবে, উন্নয়ন প্রকল্প/শাখা পরিদর্শন সংক্রান্ত কোন প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। সভাপতি প্রমাপ অনুযায়ী শাখা/অধিশাখা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে প্রতি দুই মাসে একবার শাখা/অধিশাখা পরিদর্শন করার অনুরোধ করেন। এছাড়া, উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শনের সংখ্যা বৃদ্ধি করাসহ যথাসময়ে পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিলের জন্যও সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত সুপারিশ বাস্তবায়নের নিমিত্ত মনিটরিং করার জন্য সংশ্লিষ্ট শাখা কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেন।	(১) প্রমাপ অনুযায়ী নিয়মিত শাখা/ অধিশাখা পরিদর্শন করতে হবে এবং প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে; (২) উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন অব্যাহত রাখতে হবে এবং যথাসময়ে পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রদান করতে হবে।	১। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা), রেলপথ মন্ত্রণালয়
৩.৯	অনিষ্পন্ন বিষয়	উপসচিব (প্রশাসন-২) সভায় বলেন যে, প্রশাসন-৩ শাখার ৯টি, আইন শাখার ৩টি বিষয়সহ মোট ১২টি বিষয় অনিষ্পন্ন রয়েছে। সভাপতি অনিষ্পন্ন বিষয়াদির তালিকা হালনাগাদকরত: দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য নির্দেশনা দেন।	অনিষ্পন্ন বিষয়ের তালিকা হালনাগাদকরত: দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩.১০	মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, রেলওয়ে নিরাপত্তা ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা	উপসচিব (প্রশাসন-১) সভায় জানান যে, ফেব্রুয়ারি ২০১৯-এ মোট ০৪টি মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়েছে এবং ৬৮টি মামলায় ১২,২০০/- টাকা অর্থদন্ড আদায় করা হয়েছে; তবে, কোন আসামীকে কারাদন্ড দেয়া হয়নি। তিনি আরও বলেন যে, রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক স্টেশনে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এছাড়া, মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ রেলস্টেশন ও ট্রেনের ভিতরের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করে থাকেন এবং মোবাইল কোর্ট পরিচালনা শেষে আলাদা প্রতিবেদনও প্রেরণ করেন। এ সময় রেলওয়ে নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে ট্রেনের ছাদে যাত্রী ওঠা এবং বিনা টিকেটে যাত্রী ভ্রমণরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সভাপতি বলেন যে, নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। তিনি মোবাইল কোর্টের ক্ষমতাপ্রাপ্ত সকল এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনার নির্দেশ দেন। তিনি কমলাপুর এবং বিমানবন্দর স্টেশনসহ টঙ্গী, জয়দেবপুর, ভৈরব, ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেশনসহ দেশের বড় বড় স্টেশগুলোতে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা এবং ট্রেন ও রেলস্টেশনে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযানের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য নির্দেশনা দেন। সভাপতি ট্রেনের যাত্রী ও মালামালের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং বিনা টিকিটে যাত্রীদের ট্রেনের ভিতরে ও ছাদে ওঠা বন্ধ করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্যও নির্দেশ দেন।	(ক) ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রত্যেক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রতি মাসে কমপক্ষে ৩টি করে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে; (খ) কমলাপুর, বিমানবন্দর, টঙ্গী, জয়দেবপুর, ভৈরব, এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেশনসহ দেশের বড় বড় স্টেশনগুলোতে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে; (গ) ট্রেন এবং রেলস্টেশনে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে এবং এ বিষয়ে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে; এবং (ঘ) ট্রেনের যাত্রী ও মালামালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে এবং বিনা টিকিটে যাত্রীদের ট্রেনের ভিতরে ও ছাদে ওঠা বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন)
সচিব

নং ৫৪.০০.০০০০.০০৮.০৬.০১১.১৭-১৫২

তারিখ: ২১ চৈত্র ১৪২৫ / ০৪ এপ্রিল ২০১৯

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
০২। অতিরিক্ত সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
০৩। যুগ্মসচিব (সকল)/যুগ্মপ্রধান (পরিকল্পনা), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
০৪। উপসচিব (সকল)/উপপ্রধান, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
০৫। সচিবের একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
০৬। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, রেলপথ মন্ত্রণালয়, ঢাকা (কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
০৭। সিনিয়র সহকারী সচিব (সকল)/সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
০৮। সিস্টেম এনালিস্ট/প্রোগ্রামার/সহকারী প্রোগ্রামার, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাক।
০৯। সিনিয়র তথ্য অফিসার, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
১০। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
১১। প্রশাসনিক কর্মকর্তা/ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।

০৩.৪.১৯
(আলতাফ হোসেন সেখ)
উপসচিব
ফোনঃ ৪৭১২৪৩১৫
admin2@mor.gov.bd